টিপাইমুখ এবং ফুটো হাঁড়ির সাশ্রয় প্রসঙ্গ

আবুল হোসেন খোকন

এক.

গত ২১ জুন ২০০৯ বিরোধীদলীয় চীফ হুইপ ও বিএনপি নেতা জয়নুল আবেদীন ফারুকের মুখ থেকে বিএনপির দৃষ্টিতে 'নিরপেক্ষ' কয়েকজন বিশেষজ্ঞর নাম জানা গেছে। চীফ হুইপ বিরোধীদলীয় সংসদীয় দলের পক্ষে সংবাদ সম্মেলন করে বলেছেন, তারা টিপাইমুখ বাঁধ পরিদর্শনে গঠিতব্য ৯ সদস্যের সর্বদলীয় সংসদীয় প্রতিনিধি দলে তাদের এই 'নিরপেক্ষ' ব্যক্তিদেরকে না রাখলে ওই কমিটিতে থাকবে না। বিরোধীদলীয় চীফ হুইপ যে 'নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ' ব্যক্তিদের নাম দিয়েছেন, তাতে ৫ জন রয়েছেন। অবশ্য নাম ঘোষণার পরপরই তাদের একজন ড. আইনুন নিশাত তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বিএনপির তালিকার নিজের নাম দেখে বিব্রত হয়েছেন। সে যাক, কথা হলো বিএনপি নিরপেক্ষ বলে যাদের প্রত্যয়ন করছে, তাদের নিয়ে পরে আবার বিএনপিই বিতর্ক করবে কিনা– সে প্রশ্নও উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। কারণ তাদের মধ্য থেকে কোন পক্ষ যদি বলে বসেন, কথিত নিরপেক্ষদের অমুক অমুক ছিল বিগত 'মইন উ'-এর লোক। যেমনটি এখন সাকা চৌধুরী বলছেন সিইসিসহ অনেকের বিরুদ্ধেই। তাছাড়া প্রস্তাবিত 'নিরপেক্ষ' ব্যক্তিদের মধ্যে কেও কেও কথিত এক-এগারোর পর কলম চালিয়ে, মেধা চালিয়ে এবং টিভির টক শোগুলোতে মুখ চালিয়ে যেভাবে ফখরুদ্দিন-মইন উ'দের পারপাস সার্ভ করেছেন– তাতে এমন প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। আর তখন জগাখিচুরি পাকিয়ে যেতে পারে নিরপেক্ষতার প্রশ্নটি। এরপরেও যদি কেঁচো খুঁড়তে যাওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে– অতীত আরও ভয়ঙ্কর। কারণ অবস্থানগত কীর্তি (অনিয়ম-দুর্নীতি সম্পর্কে নাই-বা বলা হলো) সম্পর্কে বেশ চমকপ্রদ ইতিহাস আছে। জেনারেল জিয়া, এরশাদ, সাত্তার-খালেদা থেকে শুরু করে ফখরুদ্দিন-মউদের সময় এরা কার-না ছিলেন? বলা যায় কেও কেও খাসলোক ছিলেন। সুতরাং এরাই তো নিরপেক্ষ! নিশ্চয়ই এ অর্থে নিরপেক্ষ শব্দটির সংজ্ঞা একটু অন্যরকম থাকতেই হবে। এখানে নিরপেক্ষ মানে খাস আওয়ামী লীগবিরোধী এবং চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের দোসর। আর ওই প্রতিক্রিয়াশীলরা যে কতোখানি দেশপ্রেমিক, জনগণপ্রেমিক এবং গণতন্ত্রপ্রেমিক– তা ১৯৭১, ১৯৭৫ এবং এরপর তাবৎ সামরিক শাসনগুলো দেখলেই বোঝা যায়।

যাই হোক, আমরা সারা দেশের মানুষই চাই বাংলাদেশের ক্ষতি হয়, স্বার্থহানী হয় বা যে কোন রকমের সমস্যা হয়– এমন কিছু না হোক। টিপাইমুখ বাঁধ সম্পর্কে আমরা যেভাবে জানছি বা শুনছি– তাতে এটি মোটেও বাংলাদেশের পক্ষে নয় বলেই মনে হয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন বিবরণ আমরা এখনও পাইনি। ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাদের এ উদ্যোগ 'এক রাতের' নয়। ৪০ বছর ধরে তারা এটা নিয়ে কাজ করছে এবং বাংলাদেশও তা জানে। এ ব্যাপারে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার পিনক রঞ্জন চক্রবর্তী ২১ জুন বলেছেন, ১৯৭২ এবং ১৯৭৮ সালে যৌথ নদী কমিশনে এ নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। আমরা জানি '৭২ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল এবং '৭৮ সালে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় ছিলেন। আমরা এও জানি যে, বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়ই টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের যাবতীয় প্রস্তুতি শেষ করা হয়। কিন্তু তখন ওই সরকার বা বিএনপি-জামায়াতের মুখ থেকে টু শব্দটি শুনিনি। জানি না, এখন যদি ওই বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় থাকতো– তাহলেও টু শব্দ শুনতাম কিনা। হয়তো আমরা কিছু জানতেই পারতাম না, ততোদিনে ভারত ওই বাঁধ নির্মাণ করার কাজ অনেকদূর এগিয়ে নিতো। কিন্তু বিএনপিজোট ক্ষমতায় নেই। নেই বলেই এটা নিয়ে যতোকিছু। সে যাই হোক, এখন তো তবু সরকার একটা উদ্যোগ

নিয়েছে, সতর্ক পদক্ষেপও নিয়েছে। আলোচনা, বাঁধ নির্মাণ এলাকা পরিদর্শন, সবকিছু বিজ্ঞানসম্মতভাবে খতিয়ে দেখা এবং যথাসম্ভব পদক্ষেপ নেয়া– ইত্যাদির সবই করছে সরকার। এর বাইরে আর কি করার আছে? আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে কার কি মূল্য বা প্রভাব আছে– তা কে-ই বা না জানে। নিশ্চয়ই যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেনসহ বৃহৎ শক্তিগুলো ভারতের চাইতে বাংলাদেশকে বেশী গুরুত্ব দেবে না। শক্তি, ক্ষমতা সব দিক দিয়েই বাংলাদেশ দুর্বল। ৩৮ বছরের বাংলাদেশকে ৩০ বছর ধরে সামরিক শাসক, তাদের সৃষ্ট বিএনপি-জাতীয় পার্টি-জামায়াত-তত্ত্বাবধায়ক সরকাররা শেষ করে দিয়েছে। বাংলাদেশকে পরনির্ভর, পরের সাহায্যের অপেক্ষায় হাঁ-পিত্যেস করা ভিক্ষুক দেশে পরিণত করেছে। লুটেপুটে দেশ ও রাষ্টকে সর্বস্বান্ত করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এই দেশের সাধ এবং সাধ্যের ব্যাপারটি ভুলে গেলে চলবে না। সীমিত শক্তি দিয়েই তবু লড়তে হবে। অবশ্য তারমানে এই নয় যে, আমরা মিউ মিউ করে চলবো। বরং আমরা ব্যাঘ্রের মতোই প্রয়োজনে গর্জে উঠবো। তবে সেজন্য নিজেদের গুছিয়ে নিতে হবে তো বটেই।
এখানে আরেকটি কথা হলো, কিছুদিন আগে বিএনপির মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার বলেছিলেন, টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ বন্ধ করাতে সরকার ব্যর্থ হলে বিএনপিজোট বসে থাকবে না। বিএনপিজোট তখন ওই বাঁধ নির্মাণ বন্ধ করতে যা যা করার তাই-ই করবে। সুতরাং সরকারের বোধ হয় চিন্তা করার কিছু নেই। যা যা করার– তারজন্য তো খন্দকার দেলোয়াররা আছেই। এরচেয়ে বরং সরকারকে বলি– আপনারা বরং বিএনপিকেই টিপাইমুখ বাঁধের ব্যাপারে দায়িত্বটা দিয়ে দিন। ওরা যদি কোন কেরামতিবলে সহজে কাজ হাসিল করে দিতে পারে– তাহলে সরকারের সময় নষ্ট করার দরকার কি?

দুই.

সরকার বা রাষ্ট্র ইচ্ছে করলে যে অসম্ভবকে সম্ভব করতে বা কল্পনাতীতকে বাস্তব করতে পারে– তার প্রমাণ ঘড়ির কাটা ঘুড়িয়ে এগিয়ে সময়কে বদলে দেয়ার ঘটনা। এই কাজটি যে করা যায় এবং এরমধ্যে অসাধারণ বিষয় রয়েছে– তা অতীতে কেও কখনও হয়তো ভাবেওনি, বলেওনি। অথচ বর্তমান সরকার সেটা করে দেখিয়ে দিলো– কীভাবে সময়কে পরিবর্তন করা যায়, বদলে দেয়া যায়। এই বদলে দেয়ার মতো অবিস্মরণীয় ব্যাপারটির মধ্যদিয়ে সরকার যে সাফল্য আশা করেছিল– সেটা অবশ্য এখনও সেভাবে মেলেনি। না মেলাটা ভিন্ন ব্যাপার। আরও কিছুদিন গেলে হয়তো বিশেষ কোন সমস্যা নাও থাকতে পারে। কেটে যেতে পারে অনেক প্রতিবন্ধকতা। আর না গেলেই বা কি? এটা তো আর এখনও স্থায়ী পদক্ষেপ নয়। সময়ই বলে দেবে- কি করা উচিত। তবে এই অকল্পণীয় একটা ব্যাপার উদ্ভাবন করায় বর্তমান সরকারকে সাধুবাদ না দিলেই নয়।
শেষ কথায় ফুটো হাঁড়ির ব্যাপারটিতে আসা যেতে পারে। এ আসার কারণ, ঘড়ির কাটাকে এক ঘণ্টা এগিয়ে দিয়ে দিনের আলোকে পুরো ব্যবহার করার মধ্যদিয়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের যে চিন্তা করা হয়েছিল– তা এই লেখার সময় পর্যন্ত চারদিনে কার্যকর সাফল্যের মুখ দেখেনি। যদিও বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী দাবি করেছেন, কতো কতো মেগাওয়াট যেন বিদ্যুতের সাশ্রয় হয়েছে। তিনি কিভাবে এ সাশ্রয় পেয়েছেন বা সেই পাওয়ার মধ্যে কি লাভ পেয়েছেন– তা তিনিই জানেন। দেশের মানুষ কিন্তু এইদিক থেকে একটা বিন্দুও লাভ পায়নি। বরং বিদ্যুতের লোডশেডিং আরও বেড়েছে। এ জন্য গত ২২ জুলাই মন্ত্রীপরিষদের বৈঠকে খোদ প্রধানমন্ত্রীও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। সুতরাং এখানেই ফুটো হাঁড়ি আর ভুতের খেলার কারবার রয়েছে। খেলাটা হয়তো প্রতিমন্ত্রী মোটেও ধরতে পারেননি, তাই বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের হিসেবে ভুলে গেছেন।
এখানে মাস দেড়েক-দুই আগের একটা ঘটনা স্মরণ করতে হবে। এই মাস দেড়েক-দুই আগে (অর্থাৎ মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে থেকে) বিদ্যুতের ভয়াবহ অবস্থার কথা দেশবাসী ভুলে যাননি। বলা হচ্ছিল, বিদ্যুতের ঘাটতি– তাই বিদ্যুৎ মিলছে না, ঘন ঘন লোডশেডিং করতে হচ্ছে। নাভীশ্বাস উঠে গিয়েছিল দেশবাসীর। কিন্তু এরপর কি হলো? প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একদিন বিদ্যুতের সব হাতা-

মাথাদের সামনে বসিয়ে এমন এক ধমক মেরে দেন যে, তারপর থেকে দিব্বি দেড়-দু মাস বিদ্যুৎ নিয়ে কোন সমস্যা হয়নি। হয়নি কোন লোডশেডিং, ঘটেনি যখন-তখন বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার ঘটনা। অথচ তখন কিন্তু আগের চেয়ে বিদ্যুৎ বেশী উৎপাদনের কোন ঘটনাও ঘটেনি, বরং বেশ কিছু উৎপাদন কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপরেও বিদ্যুৎ সংকট বা এ নিয়ে জনসাধারণের কোন সমস্যা হয়নি। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকার মানুষ এটা দেখেছেন অবাক হয়ে। এরপর আবার হঠাৎ করে আগের অবস্থায় সব চলে গেল কেন– তা রীতিমতো রহস্যময়। তার মানে পরিস্কার যে, ধমকের প্রভাব কেটে গেছে। কেটে গেছে বলেই আবার বিদ্যুৎ নিয়ে ভয়াবহ বিপর্যয়কর অবস্থা হয়েছে। ঘড়ির কাটা এগিয়েও বিদ্যুৎ মিলছে না। প্রশ্ন হলো, ওই দেড়-দু মাস বিদ্যুৎ মিললো, তারপর মিলবে না কেন? বিদ্যুৎ কি আকাশে উড়ে যাচ্ছে? নাকি আকাশ থেকে ভুত-পেত্নিরা এসে খেয়ে যাচ্ছে?

মাজেজাটা এখানেই। দুই জাতের ভুত আছে এখানে। একজাতের ভুত এই বিদ্যুৎ সেক্টরের বদৌলতে লালে লাল হয়ে উঠেছে। এটা তাদের মাসিক বেতন এবং জীবন-যাপনের ব্যয় মেলালেই দিব্বি বেরিয়ে আসবে। এই ভুতেরা প্রধানমন্ত্রীর ধমকের পর একটু খামোশ হয়ে পড়েছিল। পড়ে ওই দেড়-দুমাস লাল হওয়াটা বন্ধ রেখেছিল। রেখেছিল বলেই বিদ্যুৎ সংকটও উধাও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাহাতক আর উপোস থাকা যায়, রাঘব বোয়ালের মতো ভুতুরে পেট কি রা মানে! তাই ধমকের প্রভাবটা কাটিয়ে ফেলতে হয়েছে। আর কাটিয়ে ফেলে আগের অবস্থায় ফিরে আসা হয়েছে। এখন বিদ্যুৎ সংকটের এটাই একটা মাজেজা। দ্বিতীয় মাজেজায় আছে আরেক জাতের ভুত। এরা বিগত বিএনপি-জামায়াত জোটের নিয়োগ পাওয়া লোক। বিদ্যুৎ সেক্টর জুড়েই এরা আছে। এদের উদ্দেশ্যটা রাজনৈতিক। প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগ তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী মহাজোটকে ঘায়েল করতে যারপর নাই হাঁ-পিত্যেস করে চলেছে। দেশবাসীকে বিদ্যুৎ সমস্যায় ফেলে সরকারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে পারলেই না এদের এবং এদের প্রভুদের লাভ। সুতরাং এই ভুতেরা সেই কাজে ব্যস্ত।

এইসব কারণেই কথা হলো– শুধু ঘড়ির কাটা ঘুড়িয়ে সময় পরিবর্তন করে আসল কাজ হবে না। কারণ হাঁড়িতে যদি ফুটো থাকে– তাহলে তাতে বিদ্যুতই হোক, আর অন্য কিছুই হোক– তা সাশ্রয় করা যায় না। হাঁড়িতে ঢোকালেও তা কেবল ফুটো দিয়ে বেরিয়েই যায়, সাশ্রয় কখনও হয়না, হাঁড়ি কখনও ভড়ে ওঠে না। অতএব এজন্য আগেরবার যেমন কষে ধমক মারা হয়েছিল, এবার তাদের কর্ণদেশ ধরে পশ্চাতদেশ বরাবর কষে পা চালাতে হবে। যাতে তারা ছিটকে দরজার বাইরে গিয়ে পড়ে। তাহলেই ভুতের উৎপাত দূর হবে এবং বিদ্যুৎ সংকট কাটলেও কাটতে পারে।

[২৩ জুন ২০০৯ ঢাকা, বাংলাদেশ]

- **আবুল হোসেন খোকন :** সাংবাদিক, লেখক ও কলামিস্ট।